ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 113 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১১৩ ● কলকাতা ● ১৩ বৈশাখ, ১৪৩৩ ● সোমবার ● ২৭ এপ্রিল ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কড়া হুঁশিয়ারি নরেন্দ্র মোদির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটের শেষবেলাতেও তুঙ্গে অনুপ্রবেশ-তরজা। অনুপ্রবেশকারীরা ২৯ এপ্রিলের আগে দেশ না ছাড়লে, ৪ মে-র পর পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাদের উৎখাত করা হবে। মতুয়া-গড় ঠাকুরনগরের জনসভা থেকে একেবারে ডেডলাইন বেঁধে ওয়ার্নিং দিলেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য যারা 'বাংলাদেশি' বলে দাগিয়ে দিচ্ছে, তাদের শিক্ষা দিন।তৃণমূল যখন SIR-এর নামে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ তুলছে, তখন অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে তৃণমূলকে এক সারিতে ফেলে নিশানা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াতে অমিত শাহর মুখে ফের শোনা গেছে "চুন চুনকে" শব্দবন্ধ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিধানসভা নির্বাচনের অন্যতম ইস্যু! হাইভোল্টেজ নির্বাচনের স্লগওভারে পৌঁছেও, সেই ইস্যু এখনও ফ্রন্টিয়ারে।নির্বাচনী সভা থেকে পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 272

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

বীর্য্যকে পুরুষের মাসিক স্রাব বলা যায়। যেরকম স্ত্রীদের মাসিক স্রাব হয়, সেইভাবে এটা হল একটা স্বাভাবিক স্রাব আর তাকে অস্বাভাবিকভাবে দমন করা ঠিক নয়, নইলে তা বিকৃতির জন্ম দিতে পারে।

কিছু সাধক বীর্য্য নিয়ন্ত্রণকে যুদ্ধ স্তরে নিয়ে যায়।

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

গভীর রাতে বুনো হাতির তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষতি, দিশেহারা ব্যবসায়ী

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

ফালাকাটার খাউ চাঁদপাড়ায় বুনো হাতির তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা সামনে এসেছে। শুক্রবার গভীর রাতে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকায় হঠাৎই একটি বুনো হাতি ঢুকে পড়ে। খাবারের সন্ধানে সেটি স্থানীয় ব্যবসায়ী শংকর কার্জির পাকা দোকানঘরে হামলা চালায়। হাতিটি দোকানের দু'পাশের দেওয়াল ভেঙে ফেলে এবং ভেতরে ঢুকে চাল, ডালসহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী খেয়ে নষ্ট করে দেয়।

শুধু খাদ্যসামগ্রী নয়, দোকানের নানা সরঞ্জাম ও বিক্রির জন্য মজুত রাখা পণ্যসামগ্রীরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এই আকস্মিক ঘটনায় চরম বিপাকে পড়েছেন ব্যবসায়ী শংকর কার্জি। ক্ষতির পরিমাণ এতটাই বেশি যে, কীভাবে আবার দোকানটি গড়ে তুলবেন তা নিয়ে তিনি দিশেহারা। ভাঙা দেওয়াল মেরামত ও ব্যবসা পুনরুদ্ধারে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, যা জোগাড় করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাঁকে।

শনিবার সকালে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানটি দেখতে ভিড় জমান এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, প্রায় প্রতি রাতেই বুনো হাতির উপদ্রবে আতঙ্কে দিন কাটাতে হচ্ছে। নিরাপত্তাহীনতায় চরম উদ্বেগে রয়েছেন গ্রামবাসীরা।অন্যদিকে বনদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতিদিন রাতে এলাকায় বনকর্মীরা টহলদারি চালান। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী সরকারি নিয়ম মেনে আবেদন করলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। তবে স্থানীয়দের দাবি, শুধুমাত্র ক্ষতিপূরণ নয়, এই সমস্যা থেকে স্থায়ী মুক্তির জন্য কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

ভয়ঙ্কর খেলব ৪ তারিখ,জয় বাংলা', ডায়মন্ড-হারবারে পাড়ায় ঢুকে হুমকি সাধারণ ভোটারদের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রায় চার-পাঁচটা বাইক... প্রতিটি বাইকে বসে রয়েছে হয় তিনজন নয়ত দুজন। কারও মাথায় নেই হেলমেট। পাড়ার গলি দিয়ে যাচ্ছে। তারপর চিৎকার করে বলছে 'ভয়ঙ্কর খেলা হবে চার তারিখ মনে থাকে যেন' আর সেই ভিডিয়োই এখন হাতে এসেছে নির্বাচন কমিশনের। অভিযোগ, ঠিক এই ভাবেই বাইক বাহিনী সাধারণ ভোটারদের হুমকি দিয়ে যাচ্ছে।বিজেপি সাংসদ রাহুল সিনহা বলেন, "এটা তো একটা। এর আগে কয়েকশো ঘটনা ঘটত। এখন কমেছে। তারপরও বেশ কিছু মস্তান এই সব করেছে। যেহেতু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এটা সাম্রাজ্য,

এখানে অনেক মানুষ ভোটই দিতে পারেন না। তবে এবার অনেকে ভোট দেবেন।" তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, "এতদিন সমস্ত মানুষকে হুমকি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন আর বিজেপি। কখনও নাম কেটে দেব। কখনও তাড়িয়ে দেব। এই সব বলেছে। হুমকি কে দেয়? সাধারণ মানুষকে হুমকি দিলে ভোটের উৎসাহ কোথায় পাবে।"ভয় দেখাচ্ছে। আর তারপরই নড়েচড়ে বসল কমিশন। নিল বড় পদক্ষেপ।

ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে। সেখানকারই একটি ভিডিয়ো হাতে এসেছে কমিশনে। দেখা

এরপর ৩ পাতায়

সারি সারি সাঁজোয়া গাড়ি! শেষ দফা ভোটের নিরাপত্তায় আরও বেশি কঠোর হচ্ছে কমিশন-বাহিনী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট মিটতে না মিটতেই আরও কোমর বেঁধে ময়দানে নেমে পড়েছে নির্বাচন কমিশন । আগামী ২৯ এপ্রিল রাজ্যের দ্বিতীয় দফার ভোট। আর এই দফার ১৪২টি আসনেই '১০০ শতাংশ অশান্তিমুক্ত' ভোট করাতে এবার নজিরবিহীন নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হচ্ছে বাংলাকে।রবিবার কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে কলকাতার পুলিশ কমিশনার এবং রিটার্নিং অফিসারদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেছে কমিশন। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে কমিশন যে এবার 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে অনড়, তা বাহিনীর এই বিশাল মোতায়েন দেখেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখন দেখার, এই বজ্র আঁটুনি ভোটের দিন শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে কতটা সফল হয়।কমিশন সূত্রে খবর, দ্বিতীয় দফায় মোট ২ হাজার ৩২১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে, যা প্রথম দফার তুলনায় সংখ্যায় অনেকটাই বেশি। তবে কেবল সংখ্যাতত্ত্বই নয়, এবারের বড় চমক হল - পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সরাসরি গ্রাউন্ড জিরোতে নামছেন খোদ সিআরপিএফ-এর ডিরেক্টর জেনারেল (ডিজি) জ্ঞানেন্দ্রপ্রতাপ সিং।

বাংলার বিধানসভা ভোটের উত্তাপ যখন তুঙ্গে, তখন খোদ

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

ভয়ঙ্কর খেলব ৪ তারিখ,জয় বাংলা', ডায়মন্ড-হারবারে পাড়ায় ঢুকে হুমকি সাধারণ ভোটারদের

যাচ্ছে, পাড়ার মধ্যে ঢুকে কার্যত দাপিয়ে বেরাচ্ছে বাইত বাহিনী। চিৎকার করে করে বলছে, 'ভয়ঙ্কর খেলা হবে...জয় বাংলা..জয় বাংলা স্লোগান দিতে থাকে।' আগামী ২৯ তারিখ দ্বিতীয় দফার ভোট। নির্বাচন রয়েছে ডায়মন্ড-হারবারেও। সেই ভোটের আগে পাড়ায় ঢুকে এভাবে বাইক বাহিনীর দাপট, মোটেই ভাল চোখে নেয়নি কমিশন। এরপরই তড়িঘড়ি পদক্ষেপ। পুলিশ সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের নির্দেশ, রবিবারের মধ্যেই বন্ধ করতে হবে এই তাণ্ডব। কমিশন জানায়, তারাও এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছে,ভোটারদের হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে। তারপরই নির্দেশ।

(২ পাতার পর)

সারি সারি সাঁজোয়া গাড়ি! শেষ দফা ভোটের নিরাপত্তায় আরও বেশি কঠোর হচ্ছে কমিশন-বাহিনী

সিআরপিএফ প্রধানের ময়দানে নামার ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ভোটবঙ্গে ভয় ও সন্ত্রাস দমনই যে এখন কমিশনের প্রধান লক্ষ্য, তা একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। ভিডিও পোস্টে দেখা গেছে সারি সারি সাঁজোয়া গাড়ি বা আর্মার্ড ভেহিকল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। তবে বাহিনীর এই 'সামরিক' সাজপোশাক আর কুচকাওয়াজ দেখে আমজনতার মনে যেমন নিরাপত্তার আশ্বাস জাগছে, তেমনই তৈরি হয়েছে এক অদ্ভুত চাঞ্চল্য। পরিস্থিতি দেখে অনেকেই ঠাট্টা করে বলছেন, ইরান-ইজরায়েলের যুদ্ধ বুঝি দুয়ারে কড়া নাড়ছে! ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মতে, ভয় কাটাতে গিয়ে এই অতি-তৎপরতা যেন হিতে বিপরীত না হয়ে দাঁড়ায়।

কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি যেখানে 'ভয় আউট ভরসা ইন' স্লোগান নিয়ে প্রচার চালাচ্ছে, সেখানে সিআরপিএফ-এর এই রণসজ্জা যেন এক অন্য বার্তাই বহন করছে। যদিও কমিশনের নির্দেশ মেনেই এই বিপুল প্রস্তুতি বলে সাফ জানিয়েছেন সিআরপিএফ প্রধান। নিরাপত্তা কেবল বুথের ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। এবার ভোটাররা বাড়ি থেকে বুথে যাওয়ার রাস্তা পর্যন্ত থাকবেন সিসিটিভি ক্যামেরার কড়া নজরদারিতে। দ্বিতীয় দফার আগে রণকৌশল সাজাতে দিনরাত এক করে কাজ করছেন কমিশনের আধিকারিকরা। একদিকে যেমন জেলার পরিস্থিতি বুঝে সিইও-র টহলদারি চলছে, অন্যদিকে দিল্লির সদর দফতর থেকে দফায় দফায় বৈঠকের মাধ্যমে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

সরকারের পক্ষ থেকে ২০২৫–২৬ সালের গম উৎপাদন পরিস্থিতি স্পষ্ট করা হয়েছে; আবহাওয়ার তারতম্য সত্ত্বেও ফসল উৎপাদন স্থিতিস্থাপক রয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৫-২৬ সালের গম উৎপাদন পরিস্থিতি সংক্রান্ত কিছু সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এটি স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, বর্তমান গম উৎপাদন ঋতুকে 'মিশ্র কিন্তু স্থিতিস্থাপক' হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে; যা একদিকে যেমন জলবায়ুগত প্রতিকূলতায় প্রভাবিত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে কৃষকদের গৃহীত শক্তিশালী অভিযোজনমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে অধিক ফলনে রূপায়িত হয়েছে।

আনুমানিক ৩৩.৪ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে বপন করা গম ফসলে এই মৌসুমে কোনো প্রকার পোকা-মাকড় বা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়নি। সারা দেশে গমের আগাম ও যথাসময়ে বপন করার ফলে গত বছরের তুলনায় আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

গম উৎপাদন ঋতুর শেষের দিকে, ফেব্রুয়ারি মাসে অস্বাভাবিকভাবে উচ্চ তাপমাত্রা ফসলে 'তাপজনিত চাপ' সৃষ্টি করে, যার ফলে গমের দানা পুষ্ট হওয়ার সময়কাল এবং ফলন হ্রাস পায়। উপরন্তু, ফসল পরিপক্ক হওয়ার সময়ে কিছু এলাকায় অকাল বৃষ্টিপাত ও শিলাবৃষ্টির কারণে গমের গুণমান ও ফলনের স্থানীয় পর্যায়ে কিছুটা ক্ষতি হয়ে থাকতে পারে।

তবে, বেশ কিছু ক্ষতিপূরণমূলক বা সহায়ক উপাদানের কারণে সামগ্রিক উৎপাদন পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক আশাবাদ বজায় রয়েছে; যেমন—

গম ফসলে কোনো রোগ বা পোকা-মাকড়ের কারণে ফলন হ্রাসের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। এছাড়া, ফসল বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে আগাছার উপদ্রবও ছিল নগণ্য।

গম আগাম বা যথাসময়ে বপনের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে দানা পুষ্ট

এরপর ৬ পাতায়

(১ম পাতার পর)

অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কড়া হুঁশিয়ারি নরেন্দ্র মোদির

এদিন ঠাকুরনগরের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যারা অবৈধ উপায়ে বাংলায় ঢুকেছে, যারা ভুয়ো নথি দেখিয়ে এখানে থাকছে, তারা যেন ২৯ এপ্রিলের আগে বাংলা আর হিন্দুস্তান ছেড়ে চলে যায়। যারা প্রকাশ্যে CAA-র বিরোধিতা করে, যে CAA-কে হঠানোর কথা বলে, তারা কি আপনাদের ভাল চাইতে পারে? যদি কেউ ভুল করেও তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার কথা ভাবে, তাহলে তিনি নিজের পূর্বপুরুষের মনে দুঃখ দেওয়ার কাজই করবেন। চৌঠা মে-র পর প্রত্যেক অনুপ্রবেশকারীকে উৎখাত করা হবে। তৃণমূল কোনও অনুপ্রবেশকারীকে বাঁচাতে পারবে না।'

২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে শেষ রবিবাসরীয় প্রচার। মেগা সানডে-র মহাপ্রচারে এসে মতুয়াগড়ে দাঁড়িয়ে ফের অনুপ্রবেশ ইস্যুতে তৃণমূলকে আক্রমণ করলেন নরেন্দ্র মোদি। সেই সঙ্গে ডেডলাইন বেঁধে দিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের দেশ ছাড়ার ওয়ার্নিংও দিলেন তিনি।

এদিনের সভা থেকে নরেন্দ্র মোদি আরও বলেন, 'কলকাতা থেকে জয়ী হয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তখন ২৪ পরগনা, নদিয়া অনেক সমর্থন পেয়েছিল জনসঙ্ঘ। পূর্ব বঙ্গ থেকে আসা শরণার্থীদের পাশে দাঁড়িয়েছিল, তাঁদের কথা বলেছিল। শরণার্থীদের প্রবক্তা মনে করা হয় শ্যামাপ্রসাদকে। দেশভাগ থেকে আজ পর্যন্ত সব শরণার্থীরা আমাদের দায়িত্ব। তাঁদের চিন্তা করা ভারতের ঐতিহাসিক দায়িত্ব। মতুয়া, নমশূদ্রদের বলব, আপানদের নাগরিকত্ব, স্থায়ী ঠিকানা, কাগজ দেওয়া হবে। সব অধিকার দেওয়া হবে, যা ভারতের সব নাগরিকেরা পান, এটা মোদীর গ্যারান্টি।'

সম্পাদকীয়

জরুরি বার্তা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের

২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটের প্রস্তুতিতে শেষ হল কমিশনের বৈঠক। এদিন কেন্দ্রীয় বাহিনী-সহ সমস্ত বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক হয়। ধনধান্য অডিটোরিয়ামে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভোটের নিরাপত্তায় যুক্ত সব আধিকারিক, কলকাতার পুলিশ কমিশনার ও রিটার্নিং অফিসাররা। বৈঠকে হাজির ছিলেন জেনারেল অবজার্ভার, পুলিশ অবজার্ভাররাও।দক্ষিণবঙ্গে দ্বিতীয় দফার ভোটে, উত্তরবঙ্গ সহ বিভিন্ন জেলা থেকে ১৬ হাজার কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীকে ভোটকর্মী হিসেবে নিয়োগ করল নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের তরফে জেলাশাসকদের কাছে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রিজাইডিং অফিসার থেকে পোলিং অফিসার, বিভিন্ন পদে ভোটের দায়িত্ব সামলাবেন ওই ১৬ হাজার কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী। ২৩ এপ্রিল প্রথম দফায়, উত্তরবঙ্গ সহ যে ১৬ জেলায় ভোট হয়ে গেছে, সেই সব জেলা থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ভোটকর্মী হিসেবে দ্বিতীয় দফায় দক্ষিণবঙ্গে পাঠানো হচ্ছে।দ্বিতীয় দফার আগে জরুরি বার্তা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেন,' ..সঙ্গে কথা বললাম। কোনও আশঙ্কা আছে কিনা, ভোটের যে প্রস্তুতি চলছে, তা মূল্যায়ন করলাম। আমরা সবাইকে রিকোয়েস্ট করলাম, যে সুস্থ এবং স্বাভাবিকভাবে ভোটিং করবেন আপনারা। ভুয়ো ভোট, ভোট চুরি কোনও কিছু অ্যালাউ করব না। সাধারণ মানুষকে এই রাজ্যে অধিকার (ফিরিয়ে দিতে হবে)..আপনার যে ভোট আছে, সেটা গিয়ে দিয়ে আসুন। আমরা সবাই এখানে বিশ্বাস ফিরিয়ে দিতে এলাম। যান, ভোট দিন। ...সকল রাজনৈতিক দলকে সহযোগিতা করুন। যে আমাদের আটকাবে, অ্যাকশন নেব। প্রত্যেক বুথে আমাদের সিসিটিভি আছে। ...বুথে ১০০ মিটারের মধ্যে কেউ ঢুকতে পারবে না। সিআরপিএফ থাকবে। ..সার্টিফিকেট ছাড়া যে খাবার নিয়ে যাচ্ছে, জল নিয়ে যাচ্ছে, কেউ ভিতরে ঢুকতে পারবে না।'

অপরদিকে, পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, ..যে ডিপ্লয়মেন্ট প্ল্যান আছে, কন্ট্রোলরুম অ্যারেঞ্জমেন্ট কী আছে, কমপ্লেন্ট ম্যানেজমেন্ট কী আছে,সবকিছু নিয়েই আলোচনা হয়েছে। এবং সব অফিসারকে বলা হয়েছে, বাহিনীর কী কী দায়িত্ব আছে, কী করবে আর কী করবে না, এক্সপ্লেন করা হয়েছে। কোনও ঘটনা ঘটলে কীভাবে তার রেসপন্স করা হবে, ...এই সব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের যে পুলিশ অ্যারেঞ্জমেন্টের বই আছে, সবাইকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(তেরোতম পর্ব)

। 'স্যান্দিনাভিয়া' 'স্কন্দ' থেকে এসেছে । যিনি দেবতাদের প্রধান কমান্ডার হিসেবে ছিলেন । (Viking এবং king) শব্দ দুটি এসেছে সিংহ থেকে পশ্চিমা দেশগুলোতে যে বৈদিক সংস্কৃতির বিদ্যমান ছিল তার প্রমাণ ইউরোপ জুড়ে আবিষ্কৃত কৃষ্ণ, শিব, সূর্যদেব সহ আরও বিভিন্ন মূর্তি । একসময় দেবতা এবং অসুরদের সঙ্গে প্রায় বার বার যুদ্ধ হয়েছিল । পরে ককেশাসের পূর্বদিক দেবতাদের এবং পশ্চিম দিক অসুরদের দেয় । কিছু অসুর সেখানে অবস্থান করেছিল ।ময়দানব তখন অসুরদের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

শ্রী রাম কলেজ অফ কমার্সের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শ্রী রাম কলেজ অফ কমার্স-এর গভর্নিং বডির সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদল আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। শ্রী মোদী উল্লেখ করেন যে, এই বছর প্রতিষ্ঠানটির শতবর্ষ পূর্তি হচ্ছে, যা এর শিক্ষাগত উৎকর্ষ ও জাতি গঠনের গৌরবময় যাত্রাপথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। তিনি উচ্চশিক্ষায় কলেজটির দীর্ঘদিনের অবদান এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রজন্মের পর প্রজন্ম নেতা তৈরিতে এর ভূমিকার প্রশংসা করেন।

এই উপলক্ষে শ্রী রাম কলেজ অফ কমার্স-এর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে একটি স্মারক ডাকটিকিটও প্রকাশ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী এক্স-হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন:

"ভারতের অন্যতম স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শ্রী রাম কলেজ অফ কমার্স-এর গভর্নিং বডির সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। এই বছর আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির শতবর্ষ উদযাপন করছি। একটি স্মারক ডাকটিকিটও প্রকাশ করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য আমার শুভকামনা রইল।"

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দ্রাবিড় –আর দিয়ে বহুবচন হয়, যেমন দ্রাবিড়ার মানে দ্রাবিড়জন। সেরকম গঙ্গ থেকে বহুবচনে জাতিনাম গঙ্গার। এই গঙ্গার জাতীয় ব্যক্তিকে গ্রিক ভাষায় গঙ্গারিড এবং গঙ্গার জাতীয় ব্যক্তিগণ, অর্থাৎ বহুবচন গঙ্গারিডাই।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

অভিষেকের জেলায় এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট পাঠাল কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রক্তপাতহীন নির্বাচন করাতে কমিশনের চেষ্টার অন্ত নেই। মার্চ মাস থেকে রাজ্যকে কার্যত দুর্গে পরিণত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী, কমিশন নিযুক্ত পুলিশ অফিসার ও পর্যবেক্ষক নিয়োগ - সবই হয়েছে স্রেফ আইনশৃঙ্খলার এতটুকু অবনতি যাতে না হয় তার জন্য। গত ২৩ এপ্রিল ১৫২ টি আসনে প্রথম দফার নির্বাচন পর্ব নির্বিঘ্নেই মিটেছে, দু-একটি ছোটখাটো অশান্তি ছাড়া।এখন প্রশ্ন হল, উত্তরপ্রদেশের এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট আইজি-কে কেন হঠাৎ বঙ্গের ভোটে পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে পাঠানো হল? এমনিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা রাজনৈতিকভাবে উত্তপ্ত। এখানকার ৩১ আসনের মধ্যে অনেকগুলিই কমিশনের নজরে স্পর্শকাতর। গত নির্বাচনগুলিতে রক্তাক্ত হয়েছে এখানকার মাটি। কিন্তু এবার তো নজিরবিহীন সুরক্ষায় বঙ্গে বিধানসভা ভোট হচ্ছে বলে দাবি করেছে কমিশন। অন্তত প্রথম দফা ভোটের পর গুটিকয়েক গুরুতর অভিযোগ জমা পড়া এবং একটি বুথেও পুনর্নির্বাচনের দাবি না ওঠা তারই প্রমাণ। তবে কি দ্বিতীয় দফা ভোটে সেই অশান্তির আশঙ্কা করছে কমিশন? তাই অজয় পাল শর্মার মতো 'সিংঘম'কে দায়িত্ব দেওয়া হল? প্রশ্ন থাকছে ঢের।২৯ তারিখ কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গের ১৪২ আসনে ভোট। তার আগে নতুন করে ১১ জন পুলিশ পর্যবেক্ষককে পাঠানো হয়েছে এখানে। এই তালিকাতেই চমক দিয়েছে কমিশন। নতুন ১১ পর্যবেক্ষকের তালিকার পয়লা নম্বরেই রয়েছেন উত্তরপ্রদেশের আইপিএস, এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট অজয় পাল শর্মা, যিনি যোগীরাজ্যে 'সিংঘম' বলে পরিচিত। আর তাতেই প্রশ্ন উঠছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কেন এমন দোর্দণ্ডপ্রতাপ অফিসারকে নিয়োগ করা হল? তৃণমূলের প্রশ্ন, কমিশন কি মনে করছে যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভোটে এত বেশি অশান্তি হবে যে এনকাউন্টারের প্রয়োজন? অজয় পাল শর্মাকে নিয়ে এত আলোচনা? প্রোফাইল ঘাঁটলে দেখা যাচ্ছে, ২০১১ সালের আইপিএস ব্যাচের ক্যাডার লুধিয়ানার অজয় পাল শর্মা। তিনি পাটিয়ালার সরকারি মেডিক্যাল কলেজ থেকে বিডিএস অর্থাৎ ডেন্টাল সার্জারি পাশ করেছেন। তারপর তিনি পুলিশ সার্ভিসে যোগ দেন। এই মুহূর্তে প্রয়াগরাজের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। কড়া মেজাজ আর দাপটের জন্য উত্তরপ্রদেশের পুলিশ মহলে তিনি পরিচিত 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' বা 'সিংঘম' হিসেবে। নয়ডা, রামপুর, শামলি, জৌনপুর – যখন যেখানে পোস্টিং ছিল, 'মাফিয়ারাজ' দমনে অজয় পাল শর্মা কার্যত নজির রেখে গিয়েছেন। ২০২৫ সালে তিনি ডিআইজি পদে উন্নীত হন। এবছর তিনি আইজি হয়েছেন। এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট অজয় পাল শর্মা। ছবি: সংগৃহীত

কে এই অজয় পাল শর্মা? কেন তাঁকে নিয়ে এত আলোচনা? প্রোফাইল ঘাঁটলে দেখা যাচ্ছে, ২০১১ সালের আইপিএস ব্যাচের ক্যাডার লুধিয়ানার অজয় পাল শর্মা। তিনি পাটিয়ালার সরকারি মেডিক্যাল কলেজ থেকে বিডিএস অর্থাৎ ডেন্টাল সার্জারি পাশ করেছেন। তারপর তিনি পুলিশ সার্ভিসে যোগ দেন। এই মুহূর্তে প্রয়াগরাজের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। কড়া মেজাজ আর দাপটের জন্য উত্তরপ্রদেশের পুলিশ মহলে তিনি পরিচিত 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' বা 'সিংঘম' হিসেবে। নয়ডা, রামপুর, শামলি, জৌনপুর – যখন যেখানে পোস্টিং ছিল, 'মাফিয়ারাজ' দমনে অজয় পাল শর্মা কার্যত নজির রেখে গিয়েছেন। ২০২৫ সালে তিনি ডিআইজি পদে উন্নীত হন। এবছর তিনি আইজি হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের ভোটে পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে তাঁকেই পাঠিয়েছেন কমিশন। আপাতত দক্ষিণ ২৪ পরগনার দায়িত্বে অজয় পাল শর্মা। তিনি ছাড়াও এই জেলায় আরও ২ পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।

এমনিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা রাজনৈতিকভাবে উত্তপ্ত। এখানকার ৩১ আসনের মধ্যে অনেকগুলিই কমিশনের নজরে স্পর্শকাতর। গত নির্বাচনগুলিতে রক্তাক্ত হয়েছে এখানকার মাটি। কিন্তু এবার তো নজিরবিহীন সুরক্ষায় বঙ্গে বিধানসভা ভোট হচ্ছে বলে দাবি করেছে কমিশন। অন্তত প্রথম দফা ভোটের পর গুটিকয়েক গুরুতর অভিযোগ জমা পড়া এবং একটি বুথেও পুনর্নির্বাচনের দাবি না ওঠা তারই প্রমাণ। তবে কি দ্বিতীয় দফা ভোটে সেই অশান্তির আশঙ্কা করছে কমিশন?

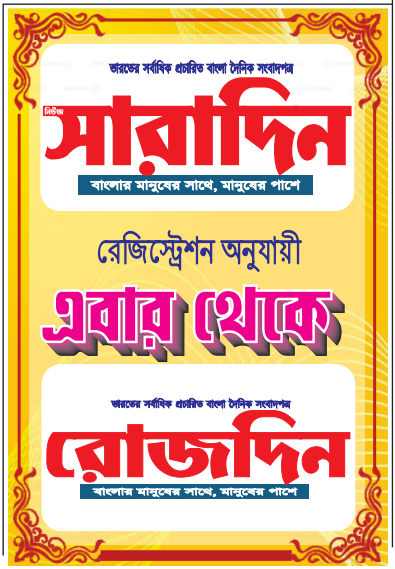

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

প্রধানমন্ত্রী 'মন কি বাত'-এর ১৩৩ তম পর্বে তাঁর ভাষণের কিছু ঝলক শেয়ার করেছেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন [প্রথম পর্ব]

আমার প্রিয় দেশবাসী, নমস্কার। 'মন কি বাত'-এর আরও একটি পর্বে আপনাদের সবার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আনন্দ হচ্ছে। এদিকে এর মধ্যেই, নির্বাচনের ব্যস্ততা চলছে, কিন্তু আপনাদের চিঠি ও বার্তার মাধ্যমে আমরা দেশ ও দেশবাসীদের সাফল্য নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে নিজেদের আনন্দ ভাগ করে নিয়েছি। এবার 'মন কি বাত' শুরু করছি দেশের তেমনি এক বিশাল সাফল্যের কথা বলে। বন্ধুরা, ভারত বিজ্ঞানকে সর্বদা দেশের অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছে। এই চিন্তাধারা নিয়ে আমাদের বিজ্ঞানীরা অসামরিক পারমাণবিক কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় এই কর্মসূচী রাষ্ট্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এর ফলে আমাদের শিল্পোন্নয়ন, শক্তি ক্ষেত্র, স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্র – সবই খুব উপকৃত হয়েছে। চাষাবাদ থেকে শুরু করে আধুনিক উদ্ভাবকদেরও ভারতের অসামরিক পারমাণবিক কর্মসূচী অনেক সাহায্য করেছে।, বন্ধুরা মাত্র কিছুদিন আগে, আমাদের পরমাণু বিজ্ঞানীরা আরও একটি বড় সাফল্যের মাধ্যমে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। তামিলনাড়ুর কালপক্কমে ফাস্ট ব্রিডার রিয়্যাক্টর ক্রিটিক্যালিটি অর্জন করেছে। আসলে, ক্রিটিক্যালিটি হল সেই স্তর, যেখানে রিয়্যাক্টর প্রথমবার স্বনির্ভর-পারমাণবিক-বিক্রিয়ার-শৃঙ্খলায় সফলতা অর্জন করে। এই স্তরটির অর্থ হল রিয়্যাক্টরের পরিচালন পর্বে পৌঁছে যাওয়া। ভারতের পরমাণু শক্তি বিকাশের যাত্রায় এটি একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। এবং বড় কথা হলো, এই পরমাণু রিয়্যাক্টর সম্পূর্ণ স্বদেশি প্রযুক্তিতে নির্মিত। বন্ধুরা, একে ব্রিডার রিয়্যাক্টর কেন বলা হয়? এর পেছনেও একটি কারণ আছে। এটি এমন একটি ব্যবস্থা, যা শক্তি উৎপাদনের সঙ্গে-সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য নতুন জ্বালানিও নিজেই তৈরি করে। বন্ধুরা, আমার মনে পড়ছে ২০২৪ সালের মার্চ মাসের সেই সময়ের কথা, যখন আমি কালপক্কমে রিয়্যাক্টরের কোর লোডিং-এর সাক্ষী হয়েছিলাম। আমি তাঁদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই, যাঁরা ভারতের পরমাণু কর্মসূচীতে নিজেদের অমূল্য অবদান রেখেছেন। দেশবাসীর জীবন আরও উন্নত ও সহজ করতে তাঁদের এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এতে বিকশিত ভারত গড়ার অভিমুখে আমাদের সংকল্পও নতুন শক্তি পাবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, 'মন কি বাত'-এ আজ আমি এমন একটি শক্তির কথা বলতে চাই, যা অদৃশ্য, কিন্তু যা ছাড়া আমাদের জীবনের একটি মুহূর্তও চলে না। এই শক্তিই ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এটি আমাদের বায়ু-শক্তি। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে বলা হয়েছে –

'বায়ুর্বা ইতি ব্যষ্টিঃ, বায়ুরবৈ সমষ্টিঃ।' অর্থাৎ বায়ু শুধু একটি উপাদান নয়, এটি জীবনের শক্তি, এটি সমষ্টির শক্তি। **ক্রমশঃ**

(৩ পাতার পর)

সরকারের পক্ষ থেকে ২০২৫-২৬ সালের গম উৎপাদন পরিস্থিতি স্পষ্ট করা হয়েছে; আবহাওয়ার তারতম্য সত্ত্বেও ফসল উৎপাদন স্থিতিস্থাপক রয়েছে

হওয়ার সময়ে ফসলটি গম উৎপাদন ঋতুর শেষভাগের তীব্র তাপের প্রভাব থেকে রক্ষা পায়।

২০২৫-২৬ গম উৎপাদন ঋতুতে অতিরিক্ত ০.৬ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে গম আবাদ করা হয়েছে, যা স্থানীয় পর্যায়ে হওয়া ক্ষতির কিছুটা হলেও পুষিয়ে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অতিরিক্ত হিসেবে, 'জাত পরিবর্তনের হার' (ভ্যারিয়েটাল রিপ্লেসমেন্ট রেট বা ভিআরআর) বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উচ্চ-ফলনশীল, জলবায়ু-সহনশীল এবং রোগ-প্রতিরোধী জাতগুলোর ব্যবহার ত্বরান্বিত হয়েছে; যা তীব্র তাপ এবং জৈবিক চাপ মোকাবিলায় অধিকতর সক্ষম।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে, এটি প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে - আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, আগাম বপন এবং উন্নত জাতের ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে আবহাওয়ার অস্বাভাবিকতার বিরূপ প্রভাবগুলো অনেকাংশেই পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে; যার ফলে ২০২৪-২৫ গম উৎপাদন ঋতুর তুলনায় জাতীয় পর্যায়ে গমের উৎপাদন স্থিতিশীল থাকবে।

সংগ্রহ এবং আগমনের প্রবণতা

গম সংগ্রহের তথ্য-উপাত্ত থেকে প্রধান গম উৎপাদনকারী রাজ্যগুলোতে উৎপাদনের শক্তিশালী চিত্র আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে:

হরিয়ানার মান্ডিগুলোতে (পাইকারি বাজার) গমের আগমনের পরিমাণ সরকারি সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন-কেও ছাড়িয়ে গেছে; যার মধ্যে ইতিমধ্যেই ৫৬.১৩ লক্ষ মেট্রিক টন গম সংগ্রহ করা হয়েছে। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এবারের সংগ্রহ প্রায় ৯ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পেয়েছে। মধ্যপ্রদেশে সংগ্রহের প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন; কিন্তু উৎপাদনের উচ্চতর পূর্বাভাসের প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের অনুরোধে এই লক্ষ্যমাত্রা আনুষ্ঠানিকভাবে বাড়িয়ে ১০০ লক্ষ মেট্রিক টন করা হয়েছে।

২০২৫-২৬ সালের জন্য মহারাষ্ট্রের গম উৎপাদনের পরিমাণ আনুমানিক ২২.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোর তুলনায় একটি ধারাবাহিক বৃদ্ধিরই ইঙ্গিত দেয়। ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসের শেষভাগ পর্যন্ত, রাজ্যটিতে গমের সরবরাহ প্রবাহ বেশ স্থিতিশীল রয়েছে—বিশেষ করে মারাঠওয়াড়া এবং বিদর্ভ অঞ্চল থেকে এর আগমন বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

উপরোক্ত বিষয়াবলির পরিপ্রেক্ষিতে, এটি পুনরায় জোর দিয়ে বলা হচ্ছে যে - যদিও স্থানীয় পর্যায়ে আবহাওয়া-জনিত কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে - তবুও সামগ্রিকভাবে ২০২৫-২৬ সালের গম উৎপাদনের পরিস্থিতি স্থিতিশীল ও সুদৃঢ়ই রয়েছে; আর এই স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয়েছে আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, উন্নত কৃষি পদ্ধতি এবং উন্নত জাতের গমের আবাদ বৃদ্ধির সুবাদে।

সিনেমার খবর

নতুন সিনেমা নিয়ে ফিরছে ‘সাইয়ারা’ টিম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রোমান্টিক-মিউজিক্যাল ছবিতে মোহিত সুরির সাফল্য ঈর্ষণীয়। গত বছর ‘সাইয়ারা’ বানিয়ে বাজিমাত করেছেন বক্স অফিসে। ছবিটিতে অভিষেক হয় আহান পাণ্ডে ও অনীত পড্ডার। রাতারাতি তারা বনে যান তারকা।

বছর না ঘুরতেই ফের মোহিতের ছবিতে আহান ও অনীত। এবারও প্রেমের গল্পই তুলে আনবেন তারা। ঘনিষ্ঠ সূত্রের বরাতে খবরটি জানিয়েছে বলিউড হাঙ্গামা।

সূত্রের মতে, প্রেমের গল্প হলেও এটি ‘সাইয়ারা’ থেকে একদমই আলাদা। ফের মোহিতের ছবিতে অভিনয়ের ব্যাপারে আহান ও অনীত দুজনেই ভীষণ আগ্রহী। প্রযোজনায় আছে যশরাজ ফিল্মস।

নতুন ছবিটি নির্মাতা মোহিত সূরি বলেন, আমি সবসময় প্রেমের গল্প বলতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। এমন গল্প, যেখানে আবেগ এতটাই তীব্র যে তা উপেক্ষা করা যায় না। এই ছবিতেও সেই গভীর অনুভূতির গল্পই তুলে ধরার চেষ্টা করছি। একই টিম নিয়ে আবার কাজ করতে পারা আমার জন্য বিশেষ কিছু।

প্রযোজক অক্ষয় বিধানি বলেন, মোহিতের সঙ্গে আমাদের কাজের সম্পর্ক শুধু সিনেমা বানানো নয়, বরং এমন অনুভূতির খোঁজ করা যা দর্শকের মনে দীর্ঘদিন থেকে যায়। সাইয়ারা আমাদের জন্য তেমনই একটি অভিজ্ঞতা ছিল। এবার আমরা আরও গভীর, আরও সুন্দর একটি গল্প তুলে ধরতে চাই।

বর্তমানে আহান কাজ করছেন আলী আব্বাস জাফরের একটি ছবিতে, যেখানে তাঁকে গ্যাংস্টার চরিত্রে দেখা যাবে। এর শুটিং শেষে আগস্ট নাগাদ মোহিতের নাম চূড়ান্ত না হওয়া ছবিটি শুরু হবে।

সাবানের মোড়কে তামান্নার ছবি, কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ দাবি আদালতে খারিজ

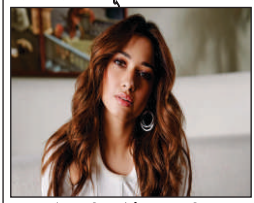

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিজ্ঞাপন এবং ব্যক্তিগত স্বত্ব লঙ্ঘনের অভিযোগে আইনি লড়াইয়ে বড় ধরনের ধাক্কা খেলেন জনপ্রিয় ভারতীয় অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া। একটি সাবান প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে করা ১ কোটি রুপির ক্ষতিপূরণ মামলাটি খারিজ করে দিয়েছেন মাদ্রাজ হাইকোর্ট। পাওয়ার সোপস লিমিটেড নামক একটি কোম্পানি তামান্নার ছবি অনুমতি ছাড়াই তাদের পণ্যের প্রচারণায় ব্যবহার করেছে—এমন অভিযোগ তুলেই এই আইনি লড়াই শুরু করেছিলেন অভিনেত্রী।

মামলার বিবরণ অনুযায়ী, তামান্না প্রথমে নিম্ন আদালতে দাবি করেছিলেন যে, সংস্থাটি তার ছবি ব্যবহারের কোনো বৈধ অনুমতি না নিয়েই বিজ্ঞাপন প্রচার করেছে, যা তার ব্যক্তিগত প্রচারণার অধিকার বা ‘পারসোনালিটি রাইটস’ লঙ্ঘন করেছে। কিন্তু সেখানে তার আবেদন প্রত্যাখাত হওয়ার পর তিনি মাদ্রাজ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। হাইকোর্ট তার সেই আপিলটিও গুরুত্ব সহকারে বিচার করার পর সম্প্রতি রায় দিয়েছেন যে, নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য পর্যাপ্ত কোনো যুক্তি বা তথ্যপ্রমাণ অভিনেত্রীর পক্ষ থেকে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে তামান্নার ১ কোটি রুপি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সব পথ আপাতত বন্ধ হয়ে গেল।

তামিল, তেলেগু ও হিন্দি চলচ্চিত্রের প্রভাবশালী এই অভিনেত্রীর জন্য আদালতের এই রায় বড় এক নেতিবাচক ফল হিসেবে দেখা হচ্ছে। আইনি বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, তারকাদের ছবি ও ব্যক্তিগত তথ্য বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে চুক্তিপত্র কতটা স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন, এই রায় তা আবারও মনে করিয়ে দিল। একইসঙ্গে এই মামলাটি প্রমাণ করেছে যে, কেবলমাত্র অভিযোগ নয়, বরং অননুমোদিত ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট ও জোরালো প্রমাণ ছাড়া আদালতে এমন দাবি প্রতিষ্ঠা করা কঠিন।

তবে আইনি জটিলতার এই ধাক্কা কাটিয়ে তামান্না বর্তমানে তার হাতে থাকা একাধিক নতুন প্রজেক্টের কাজ নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন। এই রায়ের ফলে ভারতের বিনোদনজগতে সেলিব্রিটি ইমেজ রাইটস বা তারকাদের ছবি ব্যবহারের স্বত্ব নিয়ে চলমান বিতর্ক নতুন মাত্রা পেল।

‘টাইম ১০০’ তালিকায় রণবীর কাপুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিশ্বের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের নিয়ে প্রকাশিত ২০২৬ সালের ‘টাইম ১০০’ তালিকায় স্থান পেয়েছেন বলিউড অভিনেতা রণবীর কাপুর। তার সঙ্গে তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন প্রখ্যাত শেফ বিকাশ খন্না এবং প্রযুক্তি জগতের শীর্ষ ব্যক্তিত্ব সুন্দর পিচাই।

বিনোদন, রন্ধনশৈলী ও প্রযুক্তিতে অবদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভারতের অবস্থান আরও দৃঢ় করলেন এই তিনজন। অর্থনীতি, ক্রীড়া, শিল্প ও প্রযুক্তির বিশ্বসেরা ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে এক কাতারে উঠে এসেছে তাদের নাম।

রণবীর কাপুরের এই অর্জনে অভিনন্দন জানিয়ে অভিনেতা আয়ুষ্মান খুরানা বলেন, ‘কিছু অভিনেতা উত্তরাধিকার সূত্রেই নিজের ঐতিহ্য বজায় রাখেন। আর কিছু অভিনেতা তাঁদের কাজ দিয়ে নিজেই একটি ইতিহাস হয়ে ওঠেন। রণবীর দ্বিতীয় ঘরানার।’

তিনি আরও বলেন, রণবীর শুধু একজন তারকা নন, বরং একজন বিশ্বমানের গল্পকার, যিনি ভারতীয় সিনেমাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরেছেন। বর্তমানে ‘রামায়ণ’ প্রজেক্টে যুক্ত থাকা রণবীরকে তিনি ভারতের ‘সাংস্কৃতিক সেতু’ বলেও উল্লেখ করেন।

অন্যদিকে, তালিকায় জায়গা পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন শেফ বিকাশ খন্না। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘এ আমাদের ঐতিহ্যের জয়, যা বিশ্ব জুড়ে সমাদৃত। আমি আশা করি এই সম্মান আমার দেশের মানুষকে তাঁদের স্বপ্নপূরণ করতে এবং বিশ্বমঞ্চে ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করতে অনুপ্রাণিত করবে।’ এই সাফল্যের কৃতিত্ব তিনি তাঁর ঠাকুরমা, মা ও বোনকে উৎসর্গ করেন।

প্রযুক্তি খাতে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তালিকায় স্থান পেয়েছেন গুগলের প্রধান নির্বাহী সুন্দর পিচাইও।

এবারের ‘টাইম ১০০’ তালিকায় আরও রয়েছেন ফ্যাশন জগতের রালফ লরেন, হলিউড অভিনেত্রী কেট হাডসন, অভিনেতা ইথান হক এবং মহাকাশচারী মার্ক কেলির মতো আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বরা।

আইপিএলে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি বৈভবের, তবুও বোলিংই ডোবাল রাজস্থানকে!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চলতি আইপিএল যেন সোনার কপাল হয়ে ধরা দিয়েছে বৈভব সূর্যবংশীর জন্য। শুরু থেকেই দারুন ফর্মে রয়েছেন বৈভব। গত বছর আইপিএলে ৩৩ বলে সেঞ্চুরি করে নিজের আগমনের জানান দিয়েছিলেন তিনি। আজ আবার সেঞ্চুরি করলেন বছর পনেরোর বৈভব। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ১০৩ রানের ইনিংস খেলে আইপিএলে নিজের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি করে ফেলল ভারতীয় ক্রিকেটের এই 'বিস্ময় বালক'।

আজ সোয়াই মান সিংহ স্টেডিয়ামে ৩৭ বলে ১০৩ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেললেন বৈভব। ১৫ বলে করলেন হাফসেঞ্চুরি, পরের ২২ বলে ছুঁয়ে ফেললেন সেঞ্চুরি। গোটা ইনিংসে বৈভব মেরেছেন মোট ১২টি ছক্কা ও ৫টি বাউন্ডারি। তাঁর সেঞ্চুরির বদান্যতায় ২০ ওভার শেষে রাজস্থান রয়্যালস তুলেছিল ২২৮/৬। ৩৫ বলে ৫১ রান করে করেছিলেন ধ্রুব জুরেল। শেষে ১৬ বলে ৩৩ রানের ক্যামিও ইনিংস খেললেন ডোনোভান ফেরেইরা। অতীতে গুজরাট টাইটানসের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেছিলেন বৈভব। আজ আবার সেঞ্চুরি – মাত্র ১৫ বছরের এই ছেলেই আইপিএল ইতিহাসে দুইবার সবচেয়ে দ্রুত শতরান করে ফেলল। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, বৈভবকে যেন থামানোর কোনও উপায় নেই। আজ রেকর্ড গড়লেন বৈভব। মোট ১২টি ছক্কা মেরে এক ইনিংসে সবথেকে বেশি ছক্কা মারা প্রথম ভারতীয় ব্যাটার। অতীতে এই রেকর্ড গড়েছিলেন মুরলী বিজয়। এক ইনিংসে ১১টি ছক্কা মেরেছিলেন বিজয়। কিন্তু বৈভবকে ব্যাট করতে দেখে মনে হয়, কোনও একদিন আইপিএলের সব রেকর্ড ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এই দুর্ধর্ষ ব্যাটার।

কিন্তু তাঁর এই দুর্ধর্ষ ইনিংসও বাঁচাতে পারল না তাঁর দলকে। ৯ বল বাকি থাকতেই ২২৯ রান তুলেন জিতে যায় হায়দরাবাদ। ২৯ বলে ৫৭ রান করলেন অভিষেক শর্মা। ৩১ বলে ৭৪ করেছেন ঈশান কিষান। আজকের দিন আইপিএলে অভিনব। একদিনে ৪ বার হাত বদল হল অরেঞ্জ ক্যাপ। প্রথমে এই টুপি ছিল আরসিবির বিরাট কোহলির কাছে। ৭ ম্যাচে বিরাট করেছিলেন ৩২৮ রান। বিকেলের ম্যাচে ১৫২ রান করে কোহলির থেকে এই টুপি ছিনিয়ে নিলেন কে এল রাহুল। রাতে আবার সেঞ্চুরি করে মোট রানের নিরিখে রাহুলকে পিছনে ফেলে দিলেন বৈভব। ৮ ম্যাচে ৩৫৭ রান করেছেন তিনি। আবার ম্যাচ শেষের পর ৩৮০ রান নিয়ে এই মুহূর্তে অরেঞ্জ টুপির তালিকার মগডালে অভিষেক শর্মা। এই আইপিএল শুরু থেকেই চমক দেখাচ্ছে। কিন্তু যদি কয়েক মাসের মধ্যেই ১৫ বছর বয়সী বৈভব সূর্যবংশী জাতীয় দলের জার্সিতে অভিষেক করে সচিন তেন্ডুলকরের ৩৭ বছর পুরোনো ইতিহাস না ভেঙে দেন, চমকাতে হবে বৈকি!

বিশ্বকাপ শেষ ফরাসি স্ট্রাইকারের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

লিভারপুলের ফরাসি ফরোয়ার্ড উগো একিতিকের বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনা কার্যত শেষ হয়ে গেছে বলে জানিয়েছে ফরাসি গণমাধ্যম।

লা পারিসিয়ান ও লেকিপে'র বুধবারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অ্যাকিলিস টেন্ডন ছিঁড়ে যাওয়ায় ২৩ বছর বয়সী এই ফুটবলারকে দীর্ঘ সময় মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে। চিকিৎসকদের প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী, সুস্থ হতে প্রায় ছয় মাস সময় লাগতে পারে।

পিএসজি'র বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে ২৭তম মিনিটে সতীর্থের পাস ধরতে দৌড়ানোর সময় হঠাৎ মাঠে পড়ে যান একিতিকে। সঙ্গে সঙ্গে লিভারপুলের মেডিকেল টিম তাকে চিকিৎসা দেয়। পরে ডান পায়ের অ্যাকিলিস টেন্ডনে আঘাতের আশঙ্কায় স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়েন তিনি।

অ্যানফিল্ডে অনুষ্ঠিত ওই ম্যাচে লিভারপুল ২-০ গোলে হেরে যায়। প্রথম লেগেও একই ব্যবধানে হেরে দুই লেগ মিলিয়ে ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে সেমিফাইনালে উঠে যায় পিএসজি।

ম্যাচ শেষে লিভারপুল কোচ বলেন, 'খুবই বাজে মনে হয়েছে। তবে কতটা গুরুতর সেটা এখন বলতে পারছি না।' এখনও পর্যন্ত লিভারপুল বা ফরাসি ফুটবল ফেডারেশন (এফএফএফ) আনুষ্ঠানিকভাবে চোটের বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি। তবে গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, দীর্ঘ পুনর্বাসনের কারণে আসন্ন বিশ্বকাপে তার খেলা প্রায় অসম্ভব।

চলতি মৌসুমের শুরুতে ৬ কোটি ৯০ লাখ পাউন্ডে আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে লিভারপুলে যোগ দেন একিতিকে। এখন পর্যন্ত তিনি ক্লাবটির হয়ে ৪৫ ম্যাচে ১৭ গোল করেছেন।

চেন্নাই শিবিরে আরেক ধাক্কা, ছিটকে গেলেন খলিল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পেস বোলিং শক্তি নিয়ে আগেই সংকটে থাকা চেন্নাই সুপার কিংস এবার বড় ধাক্কা খেল আরেক পেসার খলিল আহমেদকে হারিয়ে। ডান পায়ের ঊরুর পেশির চোটে ভুগছেন ভারতীয় এই বোলার, ফলে আসরের বাকি অংশ থেকে ছিটকে গেছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে চেন্নাই। সেখানে জানানো হয়, এই চোট থেকে সেরে উঠতে খলিলের ১২ সপ্তাহেরও বেশি সময় লাগতে পারে।

আইপিএল শুরুর আগেই চোটের কারণে ছিটকে পড়েন অস্ট্রেলিয়ান পেসার ন্যাথান এলিস। তার জায়গায় দলে নেওয়া হয় আরেক অস্ট্রেলিয়ান পেসার স্পেন্সার জনসনকে, যিনি নিজেও এখন চোট থেকে সেরে ওঠার পথে।

চলতি আসরে চেন্নাইয়ের পেস আক্রমণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন খলিল। তবে পারফরম্যান্স খুব একটা ভালো ছিল না তার। পাঁচ ম্যাচে নিয়েছেন মাত্র দুটি উইকেট।

গত মঙ্গলবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে ম্যাচে নিজের কোটা পূরণ করার সময় চোট পান তিনি। শেষ ওভারের পাঁচটি বল করার পর মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন এই বাঁহাতি পেসার। ওই ম্যাচে ২৪ রান দিয়ে একটি উইকেট নেন তিনি।

তার অনুপস্থিতিতে শেষ ওভারটি করেন গুরজাপনিত সিং। খলিলের জায়গায় ভবিষ্যতে একাদশে সুযোগ পেতে পারেন মুকেশ চৌধুরি ও রামকৃষ্ণা ঘোষ।

এদিকে চোটের কারণে মাঠের বাইরে আছেন চেন্নাইয়ের অভিজ্ঞ সাবেক অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিও। তিনি অনুশীলনে ফিরলেও এখনও ম্যাচ খেলার অনুমতি পাননি।

পাঁচ ম্যাচে দুই জয় নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের অষ্টম স্থানে আছে চেন্নাই। আগামী শনিবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মুখোমুখি হবে দলটি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR